ধ্রুপদী চলচ্চিত্র গ্রন্থ ৬

মৃণাল সেন

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

মৃণাল সেন

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২৫

প্রকাশক

সজল আহমেদ কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

গ্রন্থস্বত্ব

লেখক

প্রচ্ছদ

সব্যসাচী হাজরা

অঙ্গসজ্জা

রাসেল আহমেদ রনি

বর্ণবিন্যাস

মোবারক হোসেন

মুদ্রণ

কবি প্রেস ৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক

অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ৪০০ টাকা

Mrinal Sen by Chandi Mukherjee Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205
First Edition: January 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 400 Taka RS: 400 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98948-0-3

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭০
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

বন্ধুবর মৃণাল-নায়ক মিঠুন চক্রবর্তীকে

ভূমিকা

সত্যজিৎ ঋত্বিকের পর চলচ্চিত্র গ্রন্থমালায় মৃণাল সেন অবশ্যম্ভাবী ছিল। তরুণ প্রকাশক সজল আহমেদের অদম্য উদ্দীপনায় অবশেষে মৃণাল সেনও প্রকাশিত হলো। মৃণাল সেনের জীবন ও চলচ্চিত্রকর্মকে নানা লেখার মধ্যে এক মলাটে আনার চেষ্টা করেছি। কতটা সার্থক হয়েছি সে বিচারের দায় পাঠকের। মৃণাল সেন এক আইকনোক্লাস্ট চলচ্চিত্র পরিচালক। চলচ্চিত্রের প্রচলিত প্রথাকে তিনি সিনেমার প্রয়োজনেই ভাঙেন। চলচ্চিত্রজীবনে তিনি দশকে দশকে বদলান। বদলায় তাঁর সিনেমার ভাষা। তিনি ভারতীয় সিনেমার নবতরঙ্গের জনক। তিনি কখনো সরাসরি রাজনৈতিক চলচ্চিত্রকার। কখনো আবার নিজের আত্মবিশ্লেষণে মগ্ন। তিনি নানা সময়ে নানা বিতর্কের মুখোমুখি। তাঁর পকেটে কোনো পার্টি-কার্ড নেই। তিনি নিজেকে বলেন প্রাইভেট মার্কসিস্ট। এহেন নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা। তাঁর প্রথম ছবি 'রাতভোর' থেকে শেষ ছবি 'আমার ভুবন' নিয়ে আলোচনা সমালোচনা। পাশাপশি মৃণালের ব্যক্তিগত জীবন, তাঁর চলচ্চিত্রকার হয়ে ওঠা, সমকালের সঙ্গে তাঁর ভাব ও বিরোধ, সত্যজিতের সঙ্গে তাঁর সিনেমা নিয়ে ডিসকোর্স, এই সব নিয়েই এই গ্রন্থ। একটা কথা, কিছু প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে লেখা। প্রতিটি লেখাই স্বয়ংসম্পূর্ণ। হয়তো কোনো কোনো লেখায় পুনরুক্তি এসেছে। তবে সম্পূর্ণ গ্রন্থপাঠে তা কোনো ব্যাঘাত ঘটাবে না।

এই গ্রন্থ নির্মাণে যুক্ত সকলকে ধন্যবাদ।

দীপাবলি
৩১ অক্টোবর ২০২৪

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

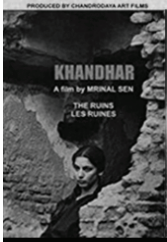

সূচিপত্র

চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন : নির্মাণপর্ব	১১
ত্রুফোর সঙ্গে মিল	১৯
‘নীল আকাশের নীচে’ মুক্ত করলেন নেহেরু	২৯
বাইশে শ্রাবণ : শিরোনাম বিতর্ক	৩৯
পুনশ্চ : মৃণাল সেনের মহানগর	৪৫
অবশেষে : ডিভোর্স ইন্ডিয়ান স্টাইল	৫৩
প্রতিনিধি : শেষ অবধি সেই চেনা ফ্যামিলি ড্রামা	৫৯
এক আধুরি কাহানি : মৃণালের অস্বীকার	৬৯
কলকাতা ৭১ : বিপ্লবের কলকাতা এবং	৭৫
ইন্টারভিউ	৮১
সত্তরের কলকাতা ও মৃণাল সেন	৮৫
আত্মবিশ্লেষণে মধ্যবিত্ত মৃণাল	৯৯
মৃণালের কলকাতা, কলকাতার মৃণাল	১০৯
মৃণাল সেন ১০০, স্মৃতিসত্তায় মৃণালভুবন	১১৯
মৃণাল সেনের ‘জেনেসিস’	১৪৩
‘একদিন আচানক’-এর শুটিংস্মৃতি	১৫৩
সত্যজিৎ-মৃণাল : ভাষার পলিমিক	১৫৯
জীবনপঞ্জি	১৬৯
চলচ্চিত্রপঞ্জি	১৭৫

চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন : নির্মাণপর্ব

মৃণাল সেনের প্রথম ছবি 'রাতভোর'। হঠাৎ রাতারাতি মৃণাল সেন সিনেমা করতে শুরু করেননি। এই শুরু করার পেছনে রয়েছে একটা প্রেক্ষাপট। রয়েছে প্রস্তুতিপর্ব। তাঁর চলচ্চিত্রে আসার পেছনে গণনাট্যের সঙ্গে তাঁর অপ্রত্যক্ষ যোগাযোগের প্রভাব।

মৃণাল সেনের জন্ম ফরিদপুরে। বাবা দীনেশ চন্দ্র সেন পেশায় উকিল, কিন্তু ভিতরে চরমপন্থীদের সমর্থক ছিলেন। শুধু বাবা কেন, মৃণালের মা অপ্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবীদের সাহায্য করতেন। ছোটবেলার স্মৃতিচারণে মৃণাল সেন জানান, 'আমার মনে পড়ে গভীর রাতে অনেক লোক একশ, দেড়শ বা আরও বেশি আমাদের বাড়ি চুপি চুপি আসত। মা তাদের রান্না করে খাওয়াতেন। এরা সব বিপ্লবী। এরা যখন পুলিশের হাতে ধরা পড়ত, বাবাই তাদের হয়ে কেস লড়তেন।' পরবর্তী চলচ্চিত্রকার তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, আপনার পরিবার কংগ্রেসি রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন, অথচ

আপনি বরাবরই বামপন্থী। তাহলে কি ফরিদপুরের ওই কটা বছর আপনার জীবনের ওপর কোনো প্রভাব ফেলেনি? মৃণাল সেনের জবাব, 'না, আমার জীবনে ফরিদপুরের প্রভাব অবশ্যই আছে, আমার বাবা কংগ্রেসিদের মধ্যে চরমপন্থী ছিলেন, আর এই চরমপন্থীগোষ্ঠী থেকেই তো অনেক কমিউনিস্ট নেতা বেরিয়ে এসেছেন। আরও কিছুদিন বাঁচলে আমার বাবাও মার্কসবাদী হয়ে যেতেন।' মৃণাল সেনের এই আত্মজৈবনিক স্বীকারোক্তি মনে করায় 'পদাতিক', যেখানে সনাতনপন্থী পিতা আর নকশাল পুত্রের মধ্যে আপাতদ্বন্দ্বের পর তাঁরা পরস্পরকে বুঝতে পারে।

আঠারো বছর বয়সে ফরিদপুর থেকে কলকাতায় চলে আসেন মৃণাল সেন। শিয়ালদা স্টেশন থেকে প্রথম নিজেকে এই শহরে আগন্তুক মনে হলেও, ইনসাইডার হতে বেশি সময় লাগেনি তাঁর। মৃণাল সেন কলকাতা-সংক্রান্ত একটি গ্রন্থে লিখেছেন, 'এ শহর আমাকে উত্তেজনা দেয়, প্ররোচিত করে। একদিন এই শহরে আমি পথহারা আগন্তুকের মতো প্রবেশ করেছিলাম, কিন্তু আজ আমি ঘোরতর কলকাতাসক্ত। বিনা দ্বিধায় আমি বলতে পারি কলকাতা আমার সব পেয়েছির দেশ।' প্রথম প্রথম এই শহরটাকে ভীষণ অচেনা লাগত। ভয় ভয় করত। মৃণালের আত্মজৈবনিকমূলক গ্রন্থ 'আমার ভুবন'-এ তিনি লিখেছেন, 'এই শহর কলকাতায় আসার পর আমার কেন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। এক বিশাল জনসমুদ্র! আমার মনে হতে লাগল আমি এই জনসমুদ্রে হারিয়ে গিয়েছি। এ জনসমুদ্রে আমি একাকী নিঃসঙ্গ। এই জনসমুদ্রের সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। কেউ কারও সম্পর্কে কোনো খবরই রাখে না। উদাসীন নির্লিপ্ত জনজোয়ার। আমার জন্মস্থানে আমার বাবা ও মায়ের ভালোবাসা স্নেহ আদর আমাকে মুগ্ধ করে রেখেছিল। যেকোনো কারণেই হোক আমার স্কুলের শিক্ষকেরা, এমনকি ইতিহাসের মাস্টারমশাই, বিশেষত পদার্থবিজ্ঞানের মাস্টারমশাই সবাই আমাকে কাছে টেনে নিতেন। স্নেহ করতেন। ভালোবাসতেন। কিন্তু এখন কেমন লাগছে যেন। একটা নৈরাশ্য, একটা শূন্যতা চেপে ধরেছে আমাকে। আমি একজন বহিরাগত। ভয়ে ভয়ে জীবনযাপন করছি।

যদিও ধীরে ধীরে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করল, তবুও আমি বহিরাগত হয়েই রইলাম। সব কিছুই চলছিল। মোটামুটি, টেনে টেনে।

গমগম করছে ভিড়ঠাসা বাজার, আশপাশে ছোট ছোট গলি, পুরনো সেই মান্ধাতার আমলের বাড়ি, আবার পাশে কিছু নতুন বাড়ি। ঘরের সঙ্গে সুন্দর লাগোয়া প্রাসাদোপম অট্টালিকা। সেই উত্তর কলকাতার একটি তিনতলা বাড়িতে ঠাঁই পেলাম, কৈলাস বসু স্ট্রিটে। যেখানে পুরনো সেই বাড়ি কালের গতিতে জীর্ণ হয়ে গিয়েছে।'

কলকাতায় এসে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন মৃণাল সেন। কলেজে সিনেমাকে এড়িয়েই চলতেন। পদার্থবিদ্যার ছাত্র হিসেবে শব্দবিজ্ঞানে আগ্রহ ছিল। সেই সূত্রেই অরোরা ফিল্ম স্টুডিওতে সাউন্ড বিভাগে ঢোকেন—'কিন্তু বিশ্বাস করো, স্টুডিওয় সিনেমার শুটিং দেখিনি কখনো, আগ্রহই ছিল না...মাসদুয়েক পরে দেখলাম ওই সব যন্ত্রপাতি ঘাঁটাঘাঁটি করতেও ভালো লাগছে না, অরোরায় যাওয়া বন্ধ করলাম।'

সেই সময়ই ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি তথা এখনকার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে নানা বিষয় নিয়ে পড়তে শুরু করলেন মৃণাল। লাইব্রেরি খোলা থেকে বন্ধ হওয়া অবধি নিয়মিত সেখানে পড়াশোনা করতেন নানা বিষয়ে—সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, জীবনী। আর তখনই আবিষ্কার করেন এক চেক লেখককে—কারেল চাপেক। সেই সময় কারেল চাপেকের একটি উপন্যাসও বাংলায় অনুবাদ করেন তিনি—'দ্য চিট'। এই সময় তিনি একটি ছোটগল্পও লেখেন। মৃণাল সেনের জীবনের একমাত্র ছোটগল্প। 'ছায়ার কায়া' নামের এই ছোটগল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার আশ্বিন ১৩৫৩ সালে। গল্পটি হাতে নিয়ে চোখ বোলাতে বোলাতে মৃণালদা জানালেন যে এই লেখাটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত লেখা এবং একমাত্র গল্প, যা তিনি লিখেছিলেন। দেশভাগের আগেই ফরিদপুর থেকে কলকাতায় পড়তে এসেছিলেন তিনি এবং এই সময়েই সিনেমার সঙ্গে জন্মায় প্রগাঢ় ভালোবাসা। মাত্র তেইশ বছর বয়সের এই ছোটগল্পের নায়ক নাইট শোতে সিনেমা দেখে পায়ে হেঁটে মেসবাড়িতে ফিরে সিনেমার স্মৃতিতে ডুবে যায়। রুবেন ম্যামোলিয়ন পরিচালিত কুইন ক্রিশ্চিয়ানা ছবির নায়িকা ছিলেন হলিউডের হার্টথ্রোব গ্রেটা-গার্বো। সিনেমা-স্মৃতি-কল্পনা-বাস্তব মিলেমিশে যায়। 'ছায়ার কায়া' গল্পের নায়কের স্বপ্নে এবং বাস্তবে। গল্পের শেষ লাইনে

তেইশ বছরের সিনেমা-পাগল লেখক রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেন, 'আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী?' এই সুন্দরী অবশ্য গল্পে বর্ণিত কোনো চরিত্র নয়, লাস্যময়ী গার্বোও নন। এই সুন্দরী আসলে সেই আশ্চর্য মাধ্যম যার না ছায়াছবি। প্রথম গল্পের পর কয়েক বছরের ব্যবধানে মৃণাল সেন 'পরিচয়', 'নতুন সাহিত্য', 'অগ্রণী', 'স্বাধীনতা' আর 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকায় সিনেমা-বিষয়ক নানা প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন।

নানা বিষয়ে পড়াশোনার ফাঁকে একটি সিনেমার বই হাতে আসে তাঁর—'ফিল্ম'। লেখক রুডলফ আর্নহাইম। তখনও মৃণাল সেন বিদেশি ছবি দেখায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠেননি। কলকাতায় তখনও ফিল্ম সোসাইটিও তৈরি হয়নি। এর বছরখানেক পরে সত্যজিৎ রায়, বংশী চন্দ্রগুপ্ত, চিদানন্দ দাশগুপ্ত প্রমুখের উদ্যোগে, ১৯৪৮ সালে কলকাতায় ফিল্ম সোসাইটি তৈরি হয়। 'ফিল্ম' বইটি পড়তে পড়তে মৃণাল সেন উপলব্ধি করলেন সিনেমা কত শক্তিশালী মাধ্যম। পড়লেন ভ্লাদিমির নীলসেনের 'সিনেমা অ্যাজ এ গ্রাফিক আর্ট'। মৃণাল সেন সিনেমামনস্ক হয়ে উঠলেন।

দক্ষিণ কলকাতার প্যারাডাইস ক্যাফেতে মৃণাল সেনদের এক ক্রিয়েটিভ আড্ডা ছিল। প্যারাডাইস ক্যাফেকেই বলা যেতে পারে মৃণালের প্রথম ছবি 'রাতভোর' ছবির প্রি-প্রোডাকশন্স সেন্টার। এই আড্ডাতে না এলে মৃণালের বোধহয় চলচ্চিত্রকার হওয়া হতো না। সেই আড্ডায় আসতেন ঋত্বিক ঘটক, সলিল চৌধুরী, তাপস সেন, হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়রা। তাঁদের মধ্যে তখন হৃষিকেশই সরাসরি ফিল্ম লাইনে যুক্ত ছিলেন, নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে সহকারী এডিটর হিসেবে। প্যারাডাইস ক্যাফের আড্ডার সদস্যরা কিন্তু ফিল্ম করার স্বপ্ন দেখতেন। পাশাপাশি সকলেই প্রায় জড়িয়ে ছিলেন রাজনীতির সঙ্গেও। কলকাতার কোথায় ছিল এই প্যারাডাইস ক্যাফে? এই সম্পর্কে জানতে পারি সেই আড্ডার আরেক শরিক নৃপেন গাঙ্গুলির কাছ থেকে। নৃপেন গাঙ্গুলি পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রকার হন। প্রথম দিকে মৃণাল সেনের সহকারী ছিলেন তিনি। আজীবন বন্ধুও বটে। স্টুডিও চত্বরে তিনি ছিলেন আপামর মানুষের ন্যাপাদা। সেই ন্যাপাদাই হদিস দেন 'প্যারাডাইস ক্যাফে'র লোকেশনের।

রাতভোর (১৯৫৫)

হাজরা মোড় থেকে কালীঘাটের দিকে এগোলে সদানন্দ রোড পেরিয়ে একটা বাড়ির পরই ১১৩/২ হাজরা রোড। এর এক তলার ঘরেই ছিল প্যারাডাইস ক্যাফে। এখন সেখানে প্লাইউডের দোকান।

আপনি কি কখনো কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন? এর জবাবে অবশ্য মৃণাল সেন সরাসরি জানান, 'আমি কখনোই কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার ছিলাম না। ঋত্বিক পরে মেম্বার হয়েছিল। আমি মেম্বার ছিলাম না। পার্টি যখন এক ছিল তখনও না, যখন দুভাগ হলো তখনও না। কিন্তু আমাকে ওঁরা পার্টি মেম্বারের মতোই দেখতেন।'

গণনাট্যের সঙ্গেও এইভাবেই জড়িয়ে ছিলেন মৃণাল, সদস্য না হয়েও গণনাট্যের কাছের মানুষ ছিলেন তিনি। গণনাট্যের অনেকেই তখন সিনেমা তৈরির কথা ভাবছেন। এদিকে প্যারাডাইস ক্যাফের বন্ধুরা অনেকেই এক-এক করে শহর ছেড়ে চলে গেলেন। যেমন ঋত্বিক গেলেন বোম্বাইয়ের ফিল্মিস্তান স্টুডিওর স্টোরি ডিপার্টমেন্টে, সলিল চৌধুরী চাকরি পেলেন বোম্বাইয়ের বিমল রায় প্রোডাকশন্সে। প্যারাডাইস ক্যাফের বদলে মৃণালের আড্ডা হলো কমলালয় স্টোর্সে। সেখানে ছিল একটি বইয়ের দোকান। নাম ছিল কমলালয় স্টোর্স। রাম হালদার সেই স্টোর্সের সর্বময় কর্তা, বিদেশ থেকে নানা ফিল্মের বই আসত। সেই বইয়ের দোকানটাই টানত মৃণালকে, আর সঙ্গে কলকাতা ফিল্ম সোসাইটিতে ছবি দেখা। কিন্তু জীবিকার তাগিদে মৃণালকেও মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরি নিয়ে চলে যেতে হলো কানপুরে। অবশ্য সেখানে বেশিদিন থাকেননি তিনি। বদলি নিয়ে চলে এসেছিলেন প্রিয় শহর কলকাতায়। এখানেই ফিল্ম দেখা আর লেখালেখি।

হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের একটা পুরনো ১৬ মিমি ক্যামেরা ছিল। সেটা দিয়ে ছবি করার কথা ভাবতেন মৃণালেরা। কমিউনিস্ট পার্টি তখন নিষিদ্ধ এবং নেতারা সব আন্ডারগ্রাউন্ডে। তাঁরা সবাই মিলে ঠিক করলেন কাকদ্বীপের ওপর ছবি করবেন। কাকদ্বীপ নাকি লাল এলাকা হয়ে গিয়েছে।

মৃণাল 'জমির লড়াই' নামে একটি চিত্রনাট্য লিখলেন। দেখা যাচ্ছে, মৃণাল সেনের চলচ্চিত্রে সরাসরি আসা সমাজ পরিবর্তনের তাগিদেই। শেষ

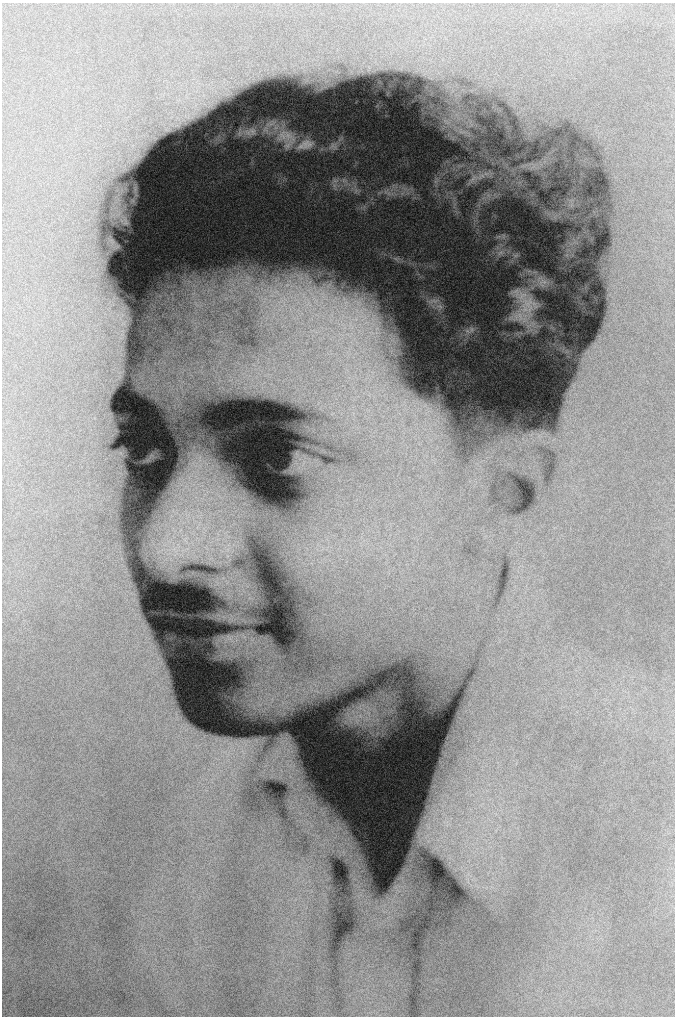

যুবক মৃণাল সেন

অবধি অবশ্য ছবিটি হয়নি। তবে চলচ্চিত্র নির্মাণের সূচনা এখানেই। আর তখনই মৃণাল ঠিক করেন চলচ্চিত্র পরিচালক হবেন। সময়টা ১৯৫০। আর এই সময় মৃণালের জীবনে এলো প্রথম প্রেমও। তাঁর সেই প্রথম প্রেমের নারী গীতা সেনই মৃণাল সেনের পরবর্তীকালের বিবাহিত স্ত্রী ও আজীবন সঙ্গিনী। মৃণাল সেন তখন টালিগঞ্জের নির্মীয়মাণ একটি বাংলা ছবির সহকারী পরিচালক। সেই ছবিতেই অভিনয় করেছিলেন গঙ্গার ওপার উত্তরপাড়া থেকে আসা একটি মেয়ে—গীতা সোম। কাজের মধ্যেই মৃণালের সঙ্গে ভাব হয় গীতার। মৃণাল গীতাকে রাজনীতির পাঠ দিতেন, নানা বইপত্তরও পড়াতেন। এর পরে কী হয়েছিল সে কথা নানা সময়ে নানা সাক্ষাৎকারে মৃণাল সেন বলেছেন। তাঁর বয়ানেই বলা যাক, 'একবার গীতার সঙ্গে দেখা করতে উত্তরপাড়া যাব। ট্রেনে ওঠার আগে হুইলারের স্টল থেকে একটা পেঙ্গুইনের বই কিনলাম। তখন পেঙ্গুইনের বই খুব সস্তা ছিল। বইটার নাম ছিল 'আ কেস ফর কমিউনিজম', লেখকের নাম গ্যালাঘার। উনি হাউজ অব কমন্সের একমাত্র সদস্য ছিলেন। ফেরার সময়ে সন্ধ্যাবেলা দুজনে বালি ব্রিজের ওপর দিয়ে হাঁটছি, তখন ওই অঞ্চলটা খুব নির্জন ছিল। অত বড় ফাঁকা ব্রিজ, মাঝখানে শুধু আমরা দুজন। দূরে একটা ট্রেন যাচ্ছে, গঙ্গার জল এসে ব্রিজের পিলারগুলোর ওপর আছড়ে পড়ছে—সে এক অদ্ভুত দৃশ্য...'

১৯৫৩ সালে এই উত্তরপাড়ার মেয়ে গীতা সোমকে বিয়ে করেন মৃণাল সেন। আর ঠিক এক বছর পরেই বাংলা সিনেমার এক প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রী মৃণাল সেনের ছবি প্রযোজনা করতে রাজি হয়ে যান। ছবির নাম 'রাতভোর'। এস বি প্রোডাকশন্সের নামের আড়ালে এই ছবির প্রযোজিকা ছিলেন সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ত্রুফোর সঙ্গে মিল

মৃণাল সেন আর ফরাসি নবতরঙ্গের চলচ্চিত্র পরিচালক ফ্রাঁসোয়া ত্রুফোর মধ্যে অন্তত একটা মিল রয়েছেই। চলচ্চিত্র সমালোচক থেকে ত্রুফো চলচ্চিত্র পরিচালক হয়ে ওঠেন। ছবির নাম 'দ্য ভিজিট'। আশ্চর্য, যখন মৃণাল 'রাতভোর' নির্মাণ করছেন তখনই ত্রুফো নির্মাণ করেছেন 'দ্য ভিজিট'। কিন্তু ১৯৫৫ সালে ছবিটির নির্মাণপর্ব শেষ হলে, ছবিটিকে মুক্তি দিতে রাজি হননি স্বয়ং ত্রুফোই। তাঁর মতে, 'ছবিটি অতি বাজে, প্রদর্শন অযোগ্য।' ছবিটিকে ধ্বংস করে ফেলতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু এই ছবির এক অভিনেত্রীর কাছে 'দ্য ভিজিট'-এর একটি প্রিন্ট রয়ে গিয়েছিল। সেটাই আবিষ্কার হয় ১৯৮২ সালে। কয়েকজন বন্ধু ছাড়া তখনও ছবিটি দেখার কাউকে অনুমতি দেননি ত্রুফো। ছবির এই প্রিন্টটি নষ্ট করে ফেলার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। ত্রুফো আজীবন মনে করতেন, 'দ্য ভিজিট' তাঁর জীবনের এক কলঙ্কিত অধ্যায়।

১৯৫৪ সালে উত্তম কুমার যখন 'রাতভোর' ছবিতে সাইন করছেন তখন তিনি নায়ক হিসেবে রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত। '৫৩-তে এর আগে তাঁর চারটি ছবি মুক্তি পেলেও, '৫৪-তে নায়ক উত্তমের মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সংখ্যা ১১। যার মধ্যে রয়েছে 'অগ্নিপরীক্ষা'র মতো সুপারহিট ছবিও। 'অগ্নিপরীক্ষা'ই উত্তমকে বাংলা ছবির সুপারস্টার বানিয়ে দেয়। ছবির পরিচালক 'অগ্রদূত' গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য বিভূতি লাহা জানিয়েছেন, "অগ্নিপরীক্ষা' ছবিতে উত্তমকুমার পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন ১০ হাজার টাকা।' কিন্তু 'রাতভোর' ছবির সহকারী পুনু সেন জানান, 'রাতভোর'-এ উত্তম কুমারের পারিশ্রমিক ছিল মাত্র তিন হাজার টাকা। প্রযোজক সুনন্দার ব্যক্তিগত অনুরোধেই কি পারিশ্রমিক কমিয়েছিলেন উত্তম? নাকি পুনু সেন যেটা বলছেন সেটাই ঠিক—উত্তম ছিলেন 'রাতভোর' ছবিতে অতিথিশিল্পী?

মৃণাল সেনের প্রথম প্রযোজিকা সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ৩ আগস্ট ১৯২১। আসল নাম ইলা। নীতিন বসুর 'কাশীনাথ' ছবির নায়িকা হওয়ার সময় ইলা নাম পালটে সুনন্দা করেন। নীতিন বসুই সুনন্দা নামকরণ করেন। সাত বছর বয়সে 'নিদ্রিত ভগবান' ছবিতে প্রথম অভিনয়। ডাফ স্কুলে, পরে শ্যামবাজার বালিকা বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণি অবধি পড়েন। তেরো বছর বয়সে সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ। বিয়ের পর সিনেমাজগৎ থেকে সরে যান, ফিরে আসেন নায়িকা হিসেবে ১৯৪৩ সালে 'কাশীনাথ' ছবিতে। এরপর অন্তত ৪০টি ছবিতে নায়িকা বা চরিত্রাভিনেত্রী হিসেবে অভিনয় করেন তিনি। 'নীহারিকা' নামে একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করতেন। 'এস বি ফিল্মস' নামে একটি বাংলা ছবির প্রযোজনা সংস্থাও তৈরি করেন। মৃত্যু ২৮ আগস্ট ১৯৬৬।

সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'র নির্মাণকাহিনি তো এখন আর কারও অজানা নয়, কী কঠিন স্ট্রাগলের মধ্যে এই ছবি নির্মাণ করেন তিনি। কিন্তু মৃণাল সেনের কাছে প্রথম প্রযোজক পাওয়াটা অনেক সহজ ছিল। ছবি করার আগে গণনাট্য, স্টুডিওতে ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েও মৃণাল চলচ্চিত্র সংক্রান্ত লেখালেখির কাজও চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কারেল চাপেকের 'দ্য চিট' বইটির বাংলায় অনুবাদ ছাড়াও, লিখেছেন